আল ফিকহুল মুয়াসসার الفقه الميسر

আমার উম্মাতের উপর যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক সলাতে তাদেরকে মিসওয়াক করার আদেশ করতাম।

সহীহুল বুখারী, হা. ৮৮৭
সহীহ মুসলিম, হা. ৪৭৭

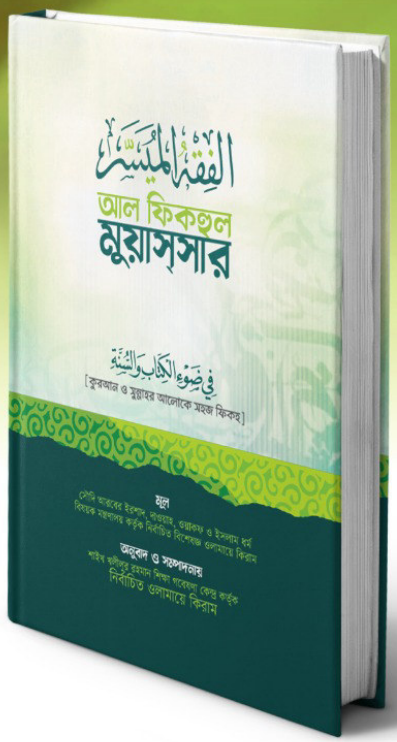

আত তাওহীদ
প্র কা শ নী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল-ফিকহুল মুয়াস্‌সার

[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সহজ ফিকহ]

[মুসলিম জনসাধারণের উপকারার্থে সিয়াম অধ্যায়ের পিডিএফ উন্মুক্ত করা হলো]

মূলঃ সৌদি আরবের ইসলাম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কিরাম

অনুবাদ ও সম্পাদনায়: শাইখ খলীলুর রহমান শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ওলামায়ে কিরাম

প্রকাশনায়

আত তাওহীদ
প্রকাশনী

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল-ফিকহুল মুয়াস্সার
[কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সহজ ফিকহ]

প্রকাক : হাফেয মাহদী হাসান মুহাম্মাদ ইউনুস

গ্রন্থস্বত্ত্ব
সর্বস্বত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির হুবহু বা কোনো অংশ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে মুদ্রণ ও ফটোকপি করা এবং পিডিএফ প্রচার নিষিদ্ধ।

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২১, সফর ১৪৪৩ হিজরী
তৃতীয় প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২২; রবিউল আখির ১৪৪৪ হিজরী

অক্ষর বিন্যাস
আত-তাওহীদ কম্পিউটার্স

বিনিময় মূল্য: ১০৮৫ (এক হাজার পঁচাশি) টাকা মাত্র

প্রকাশনায়
আত-তাওহীদ প্রকাশনী
বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
মোবাইল: ০১৭১২ ৫৪৯৯৫৬, ০১৮৪১ ৫৪৯৯৫৬
E-mail: atpbd04@gmail.com; fb/ATP.BD

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শাইখ খলীলুর রহমান শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ওলামায়ে কিরাম

ভাষান্তরে

হাফেয আশিক সাঈদ
মুদাররিস, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদরাসা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

হাফেয মাহদী হাসান মুহাম্মাদ ইউনুস
অধ্যয়নরত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।

হাফেয ইমরান বিন রামাজান
অধ্যয়নরত, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।

হাফেয আব্দুর রহমান আনোয়ার
মুদাররিস, দারুল হুদা আল-জামিয়াা আল–ইসলামীয়া, ঢাকা।

হাসানুল ইসলাম
দাওরায়ে হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া

সম্পাদকমণ্ডলী

শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী
উপাধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

শাইখ আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন
অধ্যক্ষ, জামি'আ দারুল হাদীস আল-আরাবিয়া, গাজীপুর;

শাইখ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা;

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী
মুহাদ্দিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল জলীল মাদানী
মহাপরিচালক, রাযিয়া হিফযুল কুরআন এন্ড ইসলামিক একাডেমী, দিনাজপুর।

সহযোগিতায়

মাহফুজুর রহমান, শামীম রেজা, আব্দুল্লাহ আল-নোমান, জালাল উদ্দীন

সমন্বয়ক

হাফেয সাব্বির রায়হান তাহসীন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূচিপত্র

চতুর্থ অধ্যায় : সিয়াম

প্রথম অনুচ্ছেদ : সিয়ামের প্রাথমিক আলোচনা----------✧

প্রথম মাসআলা: সিয়ামের পরিচয় ও তার রুকুনসমূহের বর্ণনা

দ্বিতীয় মাসআলা: রমাযানের সিয়ামের হুকুম ও তার দলীল

তৃতীয় মাসআলা: সিয়ামের প্রকারভেদ

চতুর্থ মাসআলা: রমাযান মাসের সিয়ামের ফযীলত এবং তা শরীয়ত সম্মত হওয়ার তাৎপর্য

পঞ্চম মাসআলা: রমাযানের সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

ষষ্ঠ মাসআলা: রমাযান মাসের শুরু ও শেষ যেভাবে সাব্যস্ত হবে

সপ্তম মাসআলা: সওমের নিয়তের সময় এবং নিয়তের হুকুম

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: যে সকল কারণে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ ও রোজাদারের রোজা ভঙ্গকারী বিষয়----✧

প্রথম মাসআলা: রমাযানের সিয়াম ভঙ্গ করার বৈধ ওযরসমূহ

দ্বিতীয় মাসআলা: রোজাদারের রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সিয়ামের মুস্তাহাব (সুন্নাহ) ও মাকরূহ বিষয়সমূহ---✧

প্রথম মাসআলা: রোজার মুস্তাহাব বিষয়সমূহ

দ্বিতীয় মাসআলা: রোজার জন্য মাকরূহ (অপছন্দনীয়) কাজসমূহ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সিয়ামের কাযা, নফল, হারাম ও মাকরূহ সিয়াম-✧

প্রথম মাসআলা: সিয়ামের কাযা

দ্বিতীয় মাসআলা: মুস্তাহাব (সুন্নাত) রোজা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তৃতীয় মাসআলা: যে রোজা রাখা হারাম এবং যে রোজা রাখা মাকরূহ

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ই'তিকাফ----------✧

প্রথম মাসআলা: ই'তিকাফের পরিচয় ও তার হুকুম

দ্বিতীয় মাসআলা: ই'তিকাফের শর্তসমূহ

তৃতীয় মাসআলা: ই'তিকাফের সময়, তার মুস্তাহাব ও ই'তিকাফকারীর জন্য যা বৈধ

চতুর্থ মাসআলা: ই'তিকাফ বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

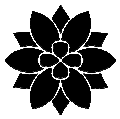

চতুর্থ অধ্যায় : সিয়াম

এই অধ্যায়ে ৫টি অনুচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম অনুচ্ছেদ : সিয়ামের প্রাথমিক আলোচনা

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: যে সকল কারণে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ ও রোজাদারের রোজা ভঙ্গকারী বিষয়

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সিয়ামের মুস্তাহাব (সুন্নাহ) ও মাকরূহ বিষয়সমূহ

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সিয়ামের কাযা, নফল সিয়াম, হারাম ও মাকরূহ সিয়াম

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ই'তিকাফ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

প্রথম অনুচ্ছেদ : সিয়ামের প্রাথমিক আলোচনা

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম মাসআলা: সিয়ামের পরিচয় ও তার রুকুনসমূহের বর্ণনা

১. সিয়ামের পরিচয়:

الصيام في اللغة: الإمْسَاكُ عَنِ الشيء
শাব্দিক অর্থ: কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা।

وفي الشرع: الإمساك عن الأكل، والشرب، وسائر المفطرات، مع النية، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.

পরিভাষায়: সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া এবং রোজাভঙ্গকারী সমস্ত বিষয় থেকে নিয়তের সাথে বিরত থাকাকে সিয়াম বলে।

২. সিয়ামের রুকন: পারিভাষিক অর্থ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সিয়ামের দুটি মূল রুকন রয়েছে।

প্রথম: সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা ভঙ্গকারী জিনিসমূহ থেকে বিরত থাকা।

এ রুকনের দলীল: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

"অতএব তোমরা (রমাযানের রাতেও) তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অনুসন্ধান

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

করো এবং প্রত্যুষে কালো সুতা হতে সাদা সুতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা আহার ও পান করো।" [সূরা বাক্বারাহ: ১৮৭]

الخيط الأبيض দ্বারা উদ্দেশ্য: بياض النهار (দিনের আলো)

আর الخيط الأسود দ্বারা উদ্দেশ্য: سواد الليل (রাতের অন্ধকার)

দ্বিতীয়: নিয়ত করা: রোজাদার রোজা ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতের নিয়ত করবে। ইবাদতের নিয়তের মাধ্যমে উদ্দিষ্ট আমল অন্যান্য আমলসমূহ থেকে পৃথক হয়ে যাবে। আর নিয়তের মাধ্যমেই একটি ইবাদত অন্য ইবাদত থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। তাই রোজাদার এ নিয়তের দ্বারা রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ করবে। চাই তা রমাযানের হোক বা অন্য রোজা। এই রুকনের দলীল: আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"প্রত্যেক কাজ নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।"[১]

দ্বিতীয় মাসআলা: রমাযানের সিয়ামের হুকুম ও তার দলীল

আল্লাহু আযযা ওয়া জাল্লা রমাযান মাসের সিয়াম ফরয করেছেন এবং তা ইসলামের পঞ্চ-স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো।" [সূরা বাক্বারাহ: ১৮৩]

[১] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১; সহীহ মুসলিম, হা. ১৯০৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

"রমাযান মাস, যে মাসে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শন এবং সু-পথের উজ্জ্বল নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে।" [সূরা বাক্বারাহ: ১৮৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

"ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১. এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত সত্য কোনো ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল। ২. সলাত কায়েম করা। ৩. যাকাত দেওয়া। ৪. রমাযানের সিয়াম পালন করা। ৫. সম্ভব হলে হাজ্জ পালন করা।"[২]

أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ثَائِرُ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: «صِيَامُ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا»

"তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। এলোমেলো চুল বিশিষ্ট বেদুঈন একজন ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসল। অতঃপর বলল:

[২] মুত্তাফাক্বুন বালাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ৮; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১৬ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এর হাদীস।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সংবাদ দিন যে, কোন সিয়াম আল্লাহ আমার উপর ফরয করেছেন? তিনি ﷺ বললেন: রমাযান মাসের সিয়াম। সে বলল: আমার উপরে অন্য কোনো সিয়াম কি ফরয করা হয়েছে? তিনি ﷺ বললেন: না, তুমি নফল হিসেবে অন্যান্য রোজা রাখতে পারো।"[৩]

এ ব্যাপারে ইজমাও সাব্যস্ত হয়েছে যে, রমাযানের সিযাম ফরয। এটি ইসলামের আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য রুকনসমূহের মধ্যকার একটি। আর এর অস্বীকারকারী কাফের ও মুরতাদ।

সুতরাং রমাযানের সিয়াম ফরয কুরআন, হাদীস ও ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হলো। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকারকার করবে, সে মুসলমানদের ঐকমত্যে কাফের।

তৃতীয় মাসআলা: সিয়ামের প্রকারভেদ

সিয়াম প্রথমত দুই প্রকার: ওয়াজিব ও নফল।

ওয়াজিব সিয়াম তিন প্রকার:

১. রমাযানের সিয়াম; ২. কাফ্ফারার সিয়াম; ৩. মানতের সিয়াম। এখানে রমাযানের সিয়াম ও নফল সিয়াম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আর অন্যান্য সিয়ামের আলোচনা যথাস্থানে আসবে, ইনশা-আল্লাহ।

চতুর্থ মাসআলা: রমাযান মাসের সিয়ামের ফযীলত এবং শরীয়ত সম্মত হওয়ার তাৎপর্য

১. রমাযান মাসের সিয়ামের ফযীলত:

[৩] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ৪৬; সহীহ মুসলিম, হা. ১১; অর্থগত বর্ণনা।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লাইলাতুল ক্বদরে রাত জেগে 'ইবাদত করবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমাযানের সিয়াম পালন করবে, তারও অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে।"[৪]

وعنه رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

"আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকেই বর্ণিত। নিশ্চয়ই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমুআহ থেকে অন্য জুমুআহ, এক রমাযান থেকে আরেক রমাযান এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের সকল গুনাহের জন্য কাফফারা স্বরূপ, যদি সে কাবীরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকে।"[৫]

রমাযান মাসে সিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার কিছু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও রমাযানে সিয়ামের অনেক ফযীলত রয়েছে।

[৪] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১৯০১; সহীহ মুসলিম, হা. ৭৬০।
[৫] সহীহ মুসলিম, হা. ২৩৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

২. রমাযান মাসের সিয়াম শরীয়ত সম্মত হওয়ার হিকমাহ: আল্লাহ রমাযানের সিয়ামকে বহু হিকমাহ ও উপকারের কারণে শরীয়ত সম্মত করেছেন। তন্মধ্যে:

ক. নফসকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করা এবং তাকে খারাপ চরিত্র থেকে মুক্ত করা। সওম মানুষের শরীরের মধ্যকার শয়তানের চলার পথকে সংকীর্ণ করে দেয়।

খ. সওম দুনিয়া এবং তার লোভ-লালসা থেকে বিরত রাখে এবং পরকাল ও তার নেয়ামতের প্রতি আগ্রহী করে তোলে।

গ. সওম মিসকিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শেখায় এবং তাদের কষ্ট অনুভব করতে শেখায়। কারণ রোজাদার ক্ষুধা ও পিপাসার স্বাদ আস্বাদন করে থাকে।

এছাড়া আরও অনেক তাৎপর্য ও উপকারিতা রয়েছে।

পঞ্চম মাসআলা: রমাযানের সিয়াম ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ

নিম্নের শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকলে রমাযানের সিয়াম রাখা আবশ্যক:

১. ইসলাম গ্রহণ করা: সুতরাং কাফেরের উপর সিয়াম আবশ্যক নয় এবং তার পক্ষ থেকে সিয়াম বিশুদ্ধও হবে না। কেননা সিয়াম একটি ইবাদত। আর কোনো ইবাদত কাফেরের পক্ষ হতে বিশুদ্ধ হয় না। সুতরাং ঐ কাফের ইসলাম গ্রহণ করলে তার ছুটে যাওয়া রোজাগুলো তার উপর কাযা করা আবশ্যক নয়।

২. বালেগ হওয়া: সুতরাং যে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার সীমানায় পৌঁছেনি তার উপর সিয়াম আবশ্যক নয়। নাবী ﷺ বলেন: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"তিন শ্রেণির ব্যক্তি থেকে কলম ওঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।"[৬]

তাদের মধ্যে হতে এক শ্রেণি হচ্ছে বালক, যতক্ষণ না সে যুবক হয়। কিন্তু যদি কোনো বালক বালেগ হওয়ার পূর্বে রোজা রাখে তাহলে তার রোজাও বিশুদ্ধ হবে, যদি সে ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। আর তার অভিভাবকের উপর তাকে রোজা রাখার নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক, যাতে সে এর প্রতি অভ্যস্ত হয়।

৩. জ্ঞানবান হওয়া: তাই পাগল ও নির্বোধের উপর রোজা আবশ্যক নয়। যেমন নাবী ﷺ বলেছেন: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ "তিন শ্রেণির ব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।"[৭] তাদের মধ্যে পাগলও রয়েছে, যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে পায়।

৪. সুস্থতা: সুতরাং যে ব্যক্তি এতটা অসুস্থ যে তার রোজা রাখার সক্ষমতা নেই, তার উপর রোজা আবশ্যক নয়। তবে যদি সে রোজা রাখে তাহলে তার রোজা বিশুদ্ধ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.﴾

"যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির, সে অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে।" [সূরা বাক্বারাহ: ১৮৫]

যদি তার অসুস্থতা দূর হয়ে যায় তাহলে যে সিয়ামগুলো ছুটেছে সেগুলো কাযা করা আবশ্যক।

৫. মুকীম হওয়া: সুতরাং মুসাফিরের উপর সিয়াম আবশ্যক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

[৬] আহমাদ ৬/১০০;সুনান আবু দাউদ ৪/৫৫৮; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া হা. ২৯৭।

[৭] আহমাদ ৬/১০০;সুনান আবু দাউদ ৪/৫৫৮; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, ইরওয়া হা. ২৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"যে অসুস্থ অথবা মুসাফির, তার জন্য অন্য কোনো দিন হতে গণনা করবে।" [সূরা বাক্বারাহ: ১৮৫]

যদি মুসাফির রোজা রাখে, তাহলে তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে। আর যে রোজাগুলো ছুটে যাবে, সেগুলো কাযা করা আবশ্যক।

৬. হায়েয (ঋতুস্রাব) ও নেফাস থেকে মুক্ত হওয়া: তাই যে হায়েয ও নেফাস অবস্থায় আছে এমন স্ত্রীলোকের উপর সিয়াম আবশ্যক নয়। বরং তাদের উপরে রোজা রাখা হারাম। নাবী ﷺ বলেছেন:

(أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا.)

"আর হায়েয অবস্থায় তারা কি সলাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? এটাই হচ্ছে তাদের দ্বীনের কমতি।"[৮]

কিন্তু তাদের উপরে ছুটে যাওয়া রোজাগুলো কাযা করা আবশ্যক। যেমন আয়িশাহ رضي الله عنها বলেন, كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

"আমাদের এরূপ হতো। তখন আমাদেরকে শুধু সওম কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হতো, সলাত কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হতো না।"[৯]

ষষ্ঠ মাসআলা: রমাযান মাসের শুরু ও শেষ যেভাবে সাব্যস্ত হবে

রমাযান মাসের সূচনা সাব্যস্ত হবে নিজে বা অন্যের মাধ্যমে কিংবা কোনো সংবাদের মাধ্যমে নুতন চাঁদ দেখার দ্বারা। যদি একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম নূতন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তার এই সাক্ষ্যের মাধ্যমে রমাযান মাসের সূচনা সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[৮] সহীহুল বুখারী, হা. ৩০৪।

[৯] সহীহ মুসলিম, হা. ৬৫০, ফুআ. ২৩৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

"অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে।" [সূরা বাক্বারাহ: ১৮৫]

নাবী ﷺ বলেছেন: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا.

"যখন তোমরা চাঁদ দেখবে, তখন সিয়াম রাখবে।"[১০]

ইবনু উমার رضي الله عنهما এর বর্ণিত হাদীস:

أخبرت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برؤية رمضان فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

"আমি নাবী ﷺ কে রমাযারেন চাঁদ দেখার সংবাদ দিলাম। অতঃপর তিনি নিজে সওম রাখলেন এবং মানুষদের সওম রাখার নির্দেশ দিলেন।"[১১]

যদি নূতন চাঁদ দেখা না যায় বা কোনো ন্যায়পরায়ণ মুসলিম চাঁদ দেখার সাক্ষ্য না দেয়, তাহলে শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা আবশ্যক। এ দুটি বিষয় ছাড়া মাসের মধ্যে প্রবেশ সাব্যস্ত হবে না। ১. নূতন চাঁদ দেখা বা ২. শাবান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা। নাবী ﷺ বলেছেন:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ[১২] عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ

"তোমরা চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু করবে এবং চাঁদ দেখে সিয়াম ভাঙ্গবে। আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহলে শাবানের গণনা ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।"[১৩]

---

[১০] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১৯০০; সহীহ মুসলিম, হা. ১০৮০।

[১১] সুনান আবু দাউদ, হা. ২৩৪২; হাকিম তার মুসতাদরাকে সহীহ বলেছেন, ১/৪২৩।

[১২] কিছু বর্ণনায় غُبِّيَ আর কিছু বর্ণনায় غُمَّ রয়েছে। অর্থ গোপন হয়ে যাওয়, প্রকাশিত না হওয়া।

[১৩] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হা. ১০৮১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে রমাযান মাসের সমাপ্তি সাব্যস্ত হবে। যদি দুইজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম নূতন চাঁদ না দেখার সাক্ষ্য দেয়, তাহলে রমাযান মাসের ত্রিশ দিন পূর্ণ করা আবশ্যক।

সপ্তম মাসআলা: সওমের নিয়তের সময় এবং নিয়তের হুকুম

রোজাদারের উপর সিয়ামের নিয়ত করা আবশ্যক। এটি তার অন্যতম একটি রুকন। নাবী ﷺ বলেছেন: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"প্রত্যেক কাজ (প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।"[১৪]

ওয়াজিব (ফরয) সিয়ামের ক্ষেত্রে সে রাতেই নিয়ত করবে, যদিও ফজরের এক মিনিট পূর্বে হয়। যেমন: রমাযানের সিয়াম, কাফফারার রোজা, মানতের রোজা ইত্যাদি। নাবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ

"যে ব্যক্তি রাত থাকতে ফরয সিয়ামের নিয়ত করল না, তার সিয়াম হবে না।"[১৫]

যে ব্যক্তি দিনের বেলায় রোজার নিয়ত করবে এবং যদি সে রাত্রে কোনো কিছু না খায়, তাহলে নফল রোজা ব্যতীত ফরয রোজা তার পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে না। আর দিনের বেলায় নফল রোজার নিয়ত করলে রোজাটি বৈধ হবে, যদিও সে রাত্রে কোনো কিছু না খায় বা পান না করে। আয়িশাহ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

---

[১৪] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১; সহীহ মুসলিম, হা. ১৯০৭।
[১৫] তিরমিযী, হা. ৭৩০; নাসাঈ ২৩৩১; ইবনু মাজাহ, হা. ১৭০০; নাসাঈর শব্দে। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, তিরমিযী, হা. ৫৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ»

"নাবী ﷺ একদিন ঘরে আসলেন। অতঃপর তিনি ﷺ বললেন: তোমাদের কাছে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে? আমরা বললাম, না। তিনি ﷺ বললেন: তাহলে আমি সওম রাখলাম।"[১৬]

আর ফরয রোজার বেলায় দিনে নিয়ত করলে তা ধর্তব্য হবে না, বরং রাতেই নিয়ত করা আবশ্যক।

রমাযান মাসের শুরুতে পুরো মাসের জন্য একবার নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে। তবে প্রত্যেক দিন নিয়ত করা মুস্তাহাব।

[১৬] সহীহ মুসলিম, হা. ১১৫৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: যে সকল কারণে রোজা ভঙ্গ বৈধ ও রোজাদারের রোজা ভঙ্গকারী বিষয়

এতে দুটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: الأعذار المبيحة للفطر في رمضان

প্রথম মাসআলা: রমাযানের সিয়াম ভঙ্গ করার বৈধ ওযরসমূহ

নিম্নের ওযরসমূহের কোনো একটি পাওয়া গেলে রমাযারে সিয়াম না রাখা বৈধ:

প্রথম: অসুস্থতা ও বার্ধক্য: এমন অসুস্থ ব্যক্তি যে রোজা না রাখলে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তার জন্য রমাযানে রোজা না রাখা বৈধ। যখন সে সুস্থ হয়ে যাবে, তখন তার উপর ছুটে যাওয়া রোজাগুলো কাযা করা আবশ্যক হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾

"নির্দিষ্ট কয়েক দিন। যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির, তার জন্য অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে।" [সূরা বাক্বারাহ: ১৮৪]

তিনি আরও বলেন:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾

"অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে। যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির, তার জন্য অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে।"

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

[সূরা বাক্বারাহ: ১৮৫]

ঐ অসুস্থতার ক্ষেত্রে রোজা ভঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যে অসুস্থতার কারণে অসুস্থ ব্যক্তির উপর রোজা রাখা কঠিন হয়। আর যে অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বা যে ব্যক্তি ভবিষ্যতে রোজা রাখতে অক্ষম, যেমন- বয়স্ক ব্যক্তি; সে রোজা রাখবে না এবং তার উপর কাযা করাও আবশ্যক নয়। বরং তার উপর ফিদইয়া আবশ্যক। সে প্রত্যেক দিন একজন মিসকিনকে খাওয়াবে। কারণ মহামহিয়ান আল্লাহ খাদ্য খাওয়ানোকে সিয়ামের সমান করেছেন। যেহেতু সিয়াম ফরযের প্রাথমিক অবস্থায় সিয়াম রাখা, না হলে খাদ্য খাওয়ানো-এর মধ্যে স্বাধীনতা ছিল, তাই ওযরের সময় একে সমমান বা পরিবর্তিত হিসেবে করা হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যে বয়স্ক ব্যক্তি রোজা রাখতে সক্ষম নয়, সে প্রত্যেক দিন একজন মিসকিনকে খাওয়াবে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু) আনহু যখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি এক বছর বা দুই বছর প্রত্যেক দিন একজন মিসকিনকে খাওয়াতেন। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু) আনহুমা বলেন, যে সকল বয়স্ক পুরুষ বা মহিলা রোজা রাখতে সক্ষম নয়, তারা প্রত্যেক দিন একজন মিসকিনকে খাওয়াবে।[১৭]

অসুস্থতার কারণে কিংবা বয়স্ক হওয়ার কারণে যার অক্ষমতা দূর হওয়া সম্ভব নয়, এমন ব্যক্তি প্রত্যেক দিন একজন মিসকিন ব্যক্তিকে আধা 'সা' গম অথবা খেজুর অথবা চাল বা ইত্যাদি যে-কোনো দেশীয় খাবার খেতে দিবে। এক 'সা'= ২.২৫ কেজি। তাই প্রত্যেক দিন ১.১২৫ কেজি পরিমাণ খাবার খেতে দিবে। আর কোনো অসুস্থ ব্যক্তি যদি রোজা রাখে, তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে এবং তা তার জন্য যথেষ্ট হবে।

দ্বিতীয়: সফর: মুসাফির ব্যক্তির জন্য রমাযানের সিয়াম ভঙ্গ করা বৈধ এবং পরবর্তীতে কাযা করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[১৭] সহীহুল বুখারী, হা. ৪৫০৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾

"যে অসুস্থ অথবা মুসাফির, তার জন্য অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে।" [সূরা বাক্বারাহ: ১৮৪]

তিনি বলেন:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ...﴾

"অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসে (নিজ আবাসে) উপস্থিত থাকে সে যেন সিয়াম পালন করে। যে ব্যক্তি অসুস্থ অথবা মুসাফির, তার জন্য অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে।" [সূরা বাক্বারাহ: ১৮৫]

নাবী ﷺ কে সফরে সিয়াম রাখার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন:

إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.

"যদি তুমি চাও, তাহলে রোজা রাখো। আর চাইলে ছাড়তেও পারো।"
[সহীহুল বুখারী, হা. ১৯৪৩]

তিনি ﷺ মক্কার পথে রমাযানের সিয়াম অবস্থায় যাত্রা করলেন। 'কুদাঈদ' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি রোজা ছেড়ে দিলেন। অতঃপর মানুষেরাও রোজা ছেড়ে দিল।[১৮]

যে পরিমাণ সফরে সলাত কসর করা বৈধ, সে পরিমাণ সফরে রোজা ভঙ্গ করাও বৈধ।[১৯] আর তা হচ্ছে প্রায় ৪৮ মাইল অর্থাৎ প্রায় ৮০ কিলোমিটার। বৈধ সফরের কারণে রমাযানের সিয়াম ভাঙ্গা যাবে। আর সফরটি নাফরমানির সফর হয় কিংবা 'রোজা পালন করবে না' এজন্য হয়, তাহলে এই সফরে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ নয়। যদি কোনো মুসাফির রোজা রাখে, তাহলে তার রোজা বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং

[১৮] সহীহুল বুখারী, হা. ৪৪৯১।

[১৯] দেখুন, মুগনী: ৩/৪৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তা তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

(كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ)

"আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সফরে যেতাম। রোজাদার ব্যক্তি বেরোজাদারকে (যে সওম পালন করছে না) এবং বেরোজাদার ব্যক্তি রোজাদারকে দোষারোপ করত না।"[২০]

তবে শর্ত হলো, সওমটা সফরে তার উপরে যেন কঠিন হয়ে না পড়ে। যদি তার উপরে কঠিন হয় কিংবা সে যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে রোজা ভঙ্গ করাই উত্তম। সে তখন ছাড়টাকে গ্রহণ করবে। কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে এক রোজাদার ব্যক্তিকে দেখলেন, যাকে কঠিন তাপের কারণে ছায়া প্রদান করা হচ্ছে। আর মানুষেরা তার পাশে ভিড় জমাচ্ছে। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَام فِي السَّفَرِ .

"সফরে সওম পালন কোনো কল্যাণকর বিষয় নয়।"[২১]

তৃতীয়: ঋতুস্রাব ও নেফাস: যে মহিলার রমাযানে ঋতুস্রাব বা নেফাস আসবে, সে অবশ্যই রোজা ভঙ্গ করবে। এ অবস্থায় তার জন্য রোজা রাখা হারাম। যদি সে রোজা রাখে, তবুও বিশুদ্ধ হবে না। যেমন আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয়ই নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.

[২০] সহীহুল বুখারী, হা. ১৯৪৭।

[২১] সহীহুল বুখারী, হা. ১৯৪৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"আর হায়েয অবস্থায় তারা কি সলাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? এটাই হচ্ছে তাদের দ্বীনের কমতি।"[২২] আর তাদের উপরে রোজাগুলো কাযা করা আবশ্যক। যেমন আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন,

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ .

"আমাদের এরূপ হতো। তখন আমাদেরকে শুধু সওম কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হতো, সলাত কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হতো না।"[২৩]

চতুর্থ: গর্ভধারণ ও দুগ্ধপান: যদি কোনো মহিলা গর্ভবতী কিংবা স্তন্যদানকারিণী হয় এবং সে নিজের বা তার সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করে, তাহলে তার জন্য রোজা ভঙ্গ করা বৈধ। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ.

"আল্লাহ্ তা'আলা মুসাফির লোকের সিয়াম ও সলাত অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছেন। আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদের সওম অথবা সিয়াম মাফ করে দিয়েছেন।"[২৪]

আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলা ভাঙ্গা রোজার কাযা আদায় করবে, যদি তারা নিজেদের জীবনের উপর (ক্ষতির) ভয় করে। আার যদি গর্ভবতী মহিলা তার ভ্রূণ বা গর্ভের শিশুর (ক্ষতির) প্রতি অথবা দুগ্ধদানকারিণী মহিলা তার শিশুর (ক্ষতির) প্রতি আশংকা করে, তাহলে প্রতিদিনের কাযা করার সাথে সাথে একজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়াবে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা এর হাদীস।

---

[২২] সহীহুল বুখারী, হা. ৩০৪ ।

[২৩] সহীহ মুসলিম, হা. ৬৫০, ফুআ. ২৩৫।

[২৪] তিরমিযী, হা. ৭১৫ এবং তিনি হাসান বলেছেন; নাসাঈ ২/১০৩; ইবনু মাজাহ, হা. ১৬৬৭; ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন, সহীহ সুনানুন নাসাঈ, হা. ২১৪৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا)

"গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারিনী সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করলে তাদের জন্যও সওম ভঙ্গের অনুমতি আছে।"[২৫]

তাই বলা চলে রমাযানের সিয়াম ভঙ্গের কারণ চারটি: ১.সফর, ২. অসুস্থতা, ৩. হায়েয ও নিফাস এবং ৪. ক্ষতির আশঙ্কা। যেমন- গর্ববর্তী, দুগ্ধদানকারি।

দ্বিতীয় মাসআলা: রোজাদারের রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

সেগুলো ঐ সকল বিষয় যেগুলো রোজাদারের রোজাকে নষ্ট ও ভঙ্গ করে দেয়। নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর কোনো একটির কারণে রোজাদারের রোজা ভেঙ্গে যাবে।

প্রথম: ইচ্ছাকৃত খাওয়া অথবা পান করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...﴾

"প্রত্যুষে কালো সুতা হতে সাদা সুতা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা খাবার খাও ও পান করো। তারপর রাতের আগমন পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ করো।" [সূরা বাক্বারাহ: ১৮৭]

আয়াতটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, রোজাদারের জন্য সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা বৈধ নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ভুলে পানাহার করবে তার সিয়াম বিশুদ্ধ হবে। যখনই তার স্মরণে আসবে অথবা তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হবে, সে পানাহার বর্জন করবে। নাবী ﷺ বলেন:

(مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ)

[২৫] আবু দাউদ, হা. ২৩১৮, ২৩১৭; ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন, ইরওয়া ৪/১৮,২৫ এভাবে ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকেও বর্ণনা রয়েছে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"সওম পালনকারী ভুলক্রমে যদি খাবার খায় বা পান করে ফেলে, তাহলে সে যেন তার সওম পুরা করে নেয়। কারণ আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।"[২৬]

আর নাকের ড্রপের মাধ্যমে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যে জিনিসগুলো খাওয়া ও পান করার পরিপূরক; যেমন স্যালাইন, তা পেট পর্যন্ত পৌঁছালেই রোজা ভঙ্গ হবে, যদিও তা মুখ দিয়ে না পৌঁছে অর্থাৎ খাওয়া না হয়।

দ্বিতীয়: সহবাস: সহবাসের মাধ্যমে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই কোনো রোজাদার সঙ্গম করলেই রোজা ভেঙ্গে যাবে। তার উপর আবশ্যক তাওবা ও ইস্তিগফার করা এবং সহবাস করা রোজার দিনটির কাযা আদায় করা। আর সে এই কাযা আদায় করবে কাফফারার মাধ্যমে। সে একটি গোলাম আজাদ করবে। আর সক্ষম না হলে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস রোজা রাখবে। আর সে এতেও সক্ষম না হলে ৬০ জন মিসকিনকে খাবার দিবে। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لاَ، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالعَرَقُ المِكْتَلُ- قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا - يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ

[২৬] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১৯৩৩; সহীহ মুসলিম, হা. ফুয়াদ আব্দুল বাক্বী ১১৫৫।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.

"আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন: তোমার কী হয়েছে? সে বলল, আমি রোজা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন: কোনো ক্রীতদাস তুমি মুক্ত করতে পারবে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন: তুমি কি একাধারে দুইমাস সওম পালন করতে পারবে? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন: ষাটজন মিসকিন খাওয়াতে পারবে কি? সে বলল, না। রাবী বলেন, তখন নাবী ﷺ থেমে গেলেন, আমরাও এই অবস্থায় ছিলাম। এ সময় নাবী ﷺ-এর কাছে এক 'আরাক পেশ করা হলো যাতে খেজুর ছিল। 'আরাক হলো ঝুড়ি। নাবী ﷺ বললেন: প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল, আমি। তিনি ﷺ বললেন: এগুলো নিয়ে সাদকা করে দাও। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার চাইতেও বেশি অভাবগ্রস্তকে সাদকা করব? আল্লাহর শপথ, মদীনার উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবারের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। আল্লাহর রসূল ﷺ হেসে ওঠলেন এবং তাঁর দাঁত (আনইয়াব) দেখা গেল। অতঃপর তিনি ﷺ বললেন: এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও।"[২৭]

সহবাসের আওতাভুক্ত বিষয়: ইচ্ছাকৃত মনী বের করলে, সেটাও সহবাস এর আওতাভুক্ত হবে। যদি কোনো রোজাদার চুম্বন, স্পর্শকরণ কিংবা হস্তমৈথুন বা অন্য কোনো উপায়ে বীর্যপাত করে, তাহলে তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ এগুলো কাম উত্তেজনার সাথে করা হয়ে থাকে, যা রোজা ভেঙ্গে দেয়। তার উপর কাফফারা

[২৭] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১৯৩৬; সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১১১১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ছাড়াই কাযা করা আবশ্যক। কারণ কাফফারা শুধুমাত্র সহবাসের সাথেই আবশ্যক এবং এব্যাপারে নির্দিষ্ট দলীল রয়েছে।

কিন্তু যদি কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হয় বা অসুস্থতার কারণে কামভাব ছাড়াই বীর্যপাত হয়, তাহলে সিয়াম বতিল হবে না। কেননা এ ব্যাপারে বান্দার কোনো স্বাধীনতা নেই।

তৃতীয়: ইচ্ছাকৃত বমি করা: ইচ্ছাকৃত পেটে চাপ প্রয়োগ করে মুখ দিয়ে খাদ্য ও পানীয় বের করা। কিন্তু এমনিতেই যদি বমি হয় তাহলে তার রোজার মধ্যে কোনো প্রভাব পড়বে না। কেননা নাবী ﷺ বলেছেন: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ

"যার (অনিচ্ছাকৃত) বমি হয়, তাকে কাযা করতে হবে না। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বমি করে, তাকে কাযা করতে হবে।"[২৮]

চতুর্থ: শিঙা লাগানো: শিরার রক্ত ছাড়া চর্মের রক্ত রেব করা। তাই রোজাদার শিঙা লাগালে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। নাবী ﷺ বলেছেন: (أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ)

"হিজামাকারী এবং যাকে হিজামা করানো হয়েছে, তাদের উভয়ের সওম ভঙ্গ হয়েছে।"[২৯]

তেমনিভাবে যে শিঙা লাগায় তার রোজাও নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি পৃথক যন্ত্রের সাহায্যে শিঙা লাগায় এবং তাতে রক্ত চোষার কোনো সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে রোজা ভঙ্গ হবে না। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

হিজামার আওতাভুক্ত বিষয়: যদি শিরা কেটে বা সুস্থতার জন্য যে-কোনো মাধ্যমে রক্ত বের করা হয়, তাহলে তাও হিজামার অন্তর্ভুক্ত হবে।

---

[২৮] সুনান আবু দাউদ, হা. ২৩৭০; তিরমিযী, হা. ৭২০; ইবনু মাজাহ, হা. ১৬৭৬।

[২৯] সুনান আবু দাউদ, হা. ২৩৬৭; ইবনু মাজাহ, হা. ১৯৮৩।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

কিন্তু যদি যখম বা কামড়ের কারণে কিংবা নাক দিয়ে রক্ত বের হয় তাহলে তা হিজামার আওতাভুক্ত হবে না।

পঞ্চম: হায়েয ও নেফাসের রক্ত বের হওয়া; যখনই কোনো মহিলা হায়েয বা নেফাসের রক্ত দেখবে, সে রোজা ভেঙ্গে ফেলবে এবং তার উপর কাযা করা আবশ্যক। নাবী ﷺ মহিলাদের ক্ষেত্রে বলেছেন: (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ)

"আর হায়েয অবস্থায় তারা কি সলাত ও সিয়াম হতে বিরত থাকে না? "[৩০]

ষষ্ঠ : রোজা ভঙ্গ করার নিয়ত করা: যে ইফতার করার সময়ের পূর্বেই রোজা ছেড়ে দেওয়ার নিয়ত করবে তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে, যদিও সে খাবার না খায়। কেননা নিয়ত রোজার দুই রুকনের অন্যতম একটি রুকন। সুতরাং, রোজা ছেড়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেউ ইচ্ছাকৃত নিয়ত ভঙ্গ করলে তার রোজা ভেঙ্গে যাবে।

সপ্তম: ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা: কারণ তা ইবাদতের জন্য অসঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ...﴾

"যদি তুমি (আল্লাহর) অংশীদার স্থির করো, তাহলে তোমার কর্ম অবশ্যই নিস্ফল হয়ে যাবে।"
[সূরা যুমার: ৬৫

[৩০] সহীহুল বুখারী, হা. ৩০৪ ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : সিয়ামের মুস্তাহাব (সুন্নাহ) ও মাকরূহ বিষয়সমূহ

এতে দুটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম মাসআলা: রোজার মুস্তাহাব বিষয়সমূহ

রোজাদারের জন্য নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা মুস্তাহাব:

১. সাহরী খাওয়া: নাবী ﷺ বলেছেন: (تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً)

"তোমরা সাহারী খাও, সাহারীতে বরকত রয়েছে।"[৩১]

খাবার কম হোক বা বেশি হোক উভয়ের মাধ্যমেই সাহারী খাওয়া সাব্যস্ত হয়। যদিও এক ঢোক পানি হয়। আর সাহারী খাওয়ার সময় মধ্যরাত্রি থেকে নিয়ে সুবহে সাদিক এর পূর্ব পর্যন্ত।

২. সাহারী দেরিতে খাওয়া: যায়েদ ইবনে সাবিত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: خَمْسِينَ آيَةً)

"আমরা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাহারী খেয়ে সলাতে দাঁড়ালাম। (রাবী আনাস رضي الله عنه বলেন) আমি (যায়েদ ইবনু সাবিত رضي الله عنه কে) জিজ্ঞেস করলাম, সাহারী ও আযানের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মতো সময়।"[৩২]

---

[৩১] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১৯২৩; সহীহ মুসলিম, হা. ২৪৩৯, ফুআ. ১০৯৫।

[৩২] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ৫৭৫; সহীহ মুসলিম, হা. ২৪৪২, ফুআ. ১০৯৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

৩. দ্রুত ইফতার করা: সূর্যাস্ত নিশ্চিত হলে রোজাদারের জন্য দ্রুত ইফতার করা মুস্তাহাব। সাহল ইবনু সা'দ থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নাবী ﷺ বলেছেন: (لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ)

"মানুষ যতদিন দ্রুত ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের উপর থাকবে।"[৩৩]

৪. পাকা খেজুরের মাধ্যমে ইফতার করা: যদি তা না পায় তাহলে শুকনো খেজুরের দ্বারা ইফতার করবে আর তা বেজোর হওয়া ভালো। যদি সেটাও না পায় তবে পানি দিয়ে ইফতার করবে। আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ)

"আল্লাহর রসূল ﷺ (মাগরিবের) সলাতের পূর্বে কয়েকটি পাকা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। পাকা খেজুর না পেলে শুকনো খেজুর দিয়ে, তাও না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করতেন।"[৩৪]

যদি সে ইফতার করার মতো কোনো কিছুই না পায় তাহলে অন্তরে ইফতারের নিয়ত করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

৫. ইফতারের সময় ও রোজা অবস্থায় দুআ করা: নাবী ﷺ বলেছেন:

(ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَالمَظْلُومِ)

[৩৩] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১৯৫৭; সহীহ মুসলিম, হা. ২৪৪৪, ফুআ. ১০৯৮।

[৩৪] সুনান আবু দাউদ, হা. ২৩৫৬, তিরমিযী, হা. ৬৯৬ এবং তিনি হাসান বলেছেন; ইমাম বাগবী তার শারহুস সুন্নাহতে হাসান বলেছেন, শারহুস সুন্নাহ ৬/২৬৬; আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহুত তিরমিযী, হা. ৫৬০; আরনাউত শারহুস সুন্নাহর তা'লীকে এক শক্তিশালী সানাদ বলেছেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"তিন ধরনের লোকের দুআ কখনও ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। ১. রোজাদার যতক্ষণ ইফতার না করে; ২. সুবিচারক শাসক; ৩. মযলুম।"[৩৫]

৬. বেশি বেশি সাদকা, কুরআন তিলাওয়াত করা, রোজাদারদের খাওয়ানো এবং অন্যান্য ভালো ভালো আমল করা: ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ ، فرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ المُرْسَلَةِ)

"আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মাঝে দানশীলতায় সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিলেন। তবে রমাযান মাসে তিনি অধিক দানশীল হতেন যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন। আর জিবরীল আলাইহিস সালাম রমাযানের প্রতি রাতে তার সাথে দেখা করতেন। তারা পরস্পর পরস্পরকে কুরআন শুনাতেন। যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম তার সাথে সাক্ষাত করতেন তখন তিনি বাতাসের চাইতেও বেশি দানশীল হতেন।"[৩৬]

৭. রাতের সলাতে সচেষ্ট হওয়া: বিশেষ করে রমাযানের শেষ দশকে। আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

---

[৩৫] তিরমিযী, হা. ৩৫৯৮ এবং তিনি হাসান বলেছেন; বায়হাক্বী ৩/৩৪৫; এবং অন্যান্যরা আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে: (ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ، دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ) "তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ১. পিতামাতার দুআ; ২. রোজাদারের দুআ; ৩. মুসাফিরের দুআ।" সুনানুল কুবরা, বায়হাক্বী, হা. ৬৩৯২। আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহাহ ১৭৯৭।

[৩৬] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ৬; সহীহ মুসলিম, হা. ৫৯০৩, ফুআ. ২৩০৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه)

"নাবী ﷺ রমাযানের শেষ দশকে তাঁর লুঙ্গি কষে নিতেন (বেশি বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত জেগে থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন।"[৩৭]

নাবী ﷺ বলেছেন: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রমাযানের রাত্রি জাগরণ করবে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"[৩৮]

৮. উমরাহ্ করা: নাবী ﷺ বলেছেন: (عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً)

"রমাযান মাসের উমরাহ্ হাজ্জের সমপরিমাণ সওয়াব।"[৩৯]

৯. কেউ গালি দিলে বলা إني صائم **'আমি রোজাদার':** নাবী ﷺ বলেছেন:

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

"তোমাদের কেউ যেন সওম পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোজাদার।"[৪০]

---

[৩৭] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ২০২৪; সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৭৫, ফুআ. ১১৭৩।

[৩৮] সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৭৫, ফুআ. ৭৫৯।

[৩৯] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১৭৮৬; সহীহ মুসলিম, হা. ২৯২৮, ফুআ. ১২৫৬।

[৪০] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১৯০৪; সহীহ মুসলিম, হা. ২৫৯৩, ফুআ. ১১৫১; বুখারির শব্দে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

দ্বিতীয় মাসআলা: রোজার জন্য মাকরূহ (অপছন্দনীয়) কাজসমূহ

রোজাদারের জন্য কিছু অপছন্দনীয় বিষয় রয়েছে, যেগুলো রোজাকে ত্রুটিযুক্ত করে এবং তার সওয়াব কমিয়ে দেয়। সেগুলো হলো-

১. কুলি করা ও নাকের মধ্যে পানি নেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা: কারণ এর ফলে পানি পেটে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নাবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন:

وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"রোজা পালনকারী না হলে নাকের গভীরে পানি পৌঁছাও।"[৪১]

২. যৌন উত্তেজনার সাথে চুম্বন করা: যে ব্যক্তি নিজের উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। তাই রোজাদারের জন্য স্ত্রী বা দাসীকে চুমু দেওয়া মাকরূহ। কেননা তা যৌন উত্তেজনার দিকে ঠেলে দেয়। যার কারণে বীর্যপাত হয় কিংবা সহবাসে লিপ্ত হয়ে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি সে রোজা নষ্ট করা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাহলে কোনো সমস্যা নেই। আয়িশাহ رضي الله عنها আল্লাহর রসূল ﷺ এর ক্ষেত্রে বলেছেন: (وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ)

"তিনি তার প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রক ছিলেন।"[৪২]

তেমনভাবে রোজাদার যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সকল বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে। যেমন স্ত্রী বা দাসীর দিকে বেশি বেশি তাকানো কিংবা তাদের সাথে সহবাসের চিন্তা করা। কারণ এগুলোর কারণে বীর্যপাত

[৪১] তিরমিযী, হা. ৭৮৮ এবং তিনি সহীহ বলেছেন; নাসাঈ ১/৬৬; জা, হা. ৪০৭; আলবানী সহীহ বলেছেন,সহীহুন নাসাঈ, হা. ৮৫।

[৪২] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১৯২৭; সহীহ মুসলিম, হা. ২৯২৮, ফুআ. ১১০৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বা তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৩. কফ গিলে ফেলা: কারণ এটা পেটে পৌঁছে যায় এবং এর দ্বারা শক্তি অর্জিত হয়। তাছাড়া কফ গিলে ফেলা এক প্রকার নোংরামি ও ক্ষতিকর কাজ।

৪. প্রয়োজন ছাড়াই কোনো খাবারের স্বাদ নেওয়া: যদি খাবারের স্বাদ দেখার প্রয়োজন মনে করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। যেমন কোনো রাঁধুনী লবন দেখল। তবে এক্ষেত্রে তা গলায় যাতে না পৌঁছে, সে ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : সিয়ামের কাযা, নফল সিয়াম, হারাম ও মাকরূহ সিয়াম

এই পরিচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

المسألة الأولى: قضاء الصيام
প্রথম মাসআলা: সিয়ামের কাযা

কোনো মুসলিম যদি ওযর ছাড়াই রমাযানের কোনো রোজা ছেড়ে দেয়, তাহলে তার উপরে আবশ্যক আল্লাহর নিকটে তাওবা-ইসতিগফার করা। কারণ এটা মহা অপরাধ ও বড়োপাপ। তাওবা ও ইসতিগফারের সাথে সাথে রমাযানের যে কয়টি রোজা ছেড়েছে তা পূর্ণ করা আবশ্যক। আলেমদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাৎক্ষণিক কাযা পূর্ণ করা আবশ্যক। কেননা রোজা ছাড়ার কোনো অনুমতি তাকে দেওয়া হয়নি। তাকে তো সেটা রমাযান মাসেই আদায় করতে হতো।

আর যদি বৈধ কোনো ওযরের কারণে রোজা ছেড়ে দেয়। যেমন হায়েয, নেফাস, অসুস্থতা, সফর ইত্যাদি কারণে, তাহলে তার উপর কাযা করা আবশ্যক। তবে তা তাৎক্ষণিক নয়। বরং তার জন্য আরেক রমাযান আসা পর্যন্ত অবকাশ রয়েছে। তবে মুস্তাহাব হলো তাৎক্ষণিক কাযা আদায় করা। কারণ তাতে দ্রুত দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর কোনো ব্যক্তি অসুস্থতা বা অনুরূপ কারণে যদি অন্য রমাযান মাস আসার আগে রোজা না রাখতে পারে তাহলে তার এ চলতে থাকা ওযরের কারণে দ্বিতীয় রমাযানের পরেও সে কাযা করতে পারে।

কিন্তু কোনো ওযর ছাড়াই যদি দ্বিতীয় রমাযান পর্যন্ত বিলম্ব করে, তাহলে কাযা পালন করার পাশাপাশি প্রত্যেক দিন একজন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

মিসকিনকে খাবার দিবে। আর কাযা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা শর্ত নয়। ধারাবাহিক বা পৃথক উভয়ভাবেই বিশুদ্ধ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

"অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ অথবা মুসাফির হবে, সে অপর কোনো দিন হতে গণনা করবে।" [সূরা বাক্বারাহ: ১৮৪]

আর এই দিনগুলোর ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা শর্ত নয়। যদি শর্ত হতো, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বর্ণনা করে দিতেন।

দ্বিতীয় মাসআলা: মুস্তাহাব (সুন্নাত) সিয়াম

আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের প্রতি দয়া ও হিকমতের মধ্য হতে অন্যতম হলো, তিনি তাদের জন্য এমন কিছু নফল ইবাদত নির্ধারণ করেছেন, যা ফরয ইবাদতসমূহের সাদৃশ্য। আর এর কারণে আমলকারীদের সওয়াব ও প্রতিদান বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং ফরয ইবাদতে ত্রুটি বা কমতি হলে তা পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। ইতঃপূর্বেই আলোচনা চলে গেছে যে, ফরয ইবাদতসমূহকে নফল ইবাদতের মাধ্যমে কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ করা হবে। যে দিনগুলোতে রোজা পালন করা মুস্তাহাব তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা: আবু আইয়ুব আল আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"রমাযান মাসের সিয়াম পালন করে পরে শাওয়াল মাসে ছয় দিন সিয়াম পালন করা সারা বছর সওম পালন করার মতো"[৪৩]

২. হাজ্জ পালনকারী ব্যতীত অন্যদের আরাফার দিবসে রোজা পালনঃ আবু কাতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ.

"আরাফাহ দিবসের সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের গুনাহের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।"[৪৪]

হাজ্জ পালনকারী ব্যক্তি আরাফার রোজা রাখবে না। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই দিনে রোজা রাখেননি, মানুষেরা তাকে দেখেছেন। হাজ্জ পালনকারী ইবাদত ও দুআর জন্য সেই দিন শক্তিশালী থাকবে।

৩. আশুরার দিনের রোজাঃ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আশুরার দিনের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ

"আশুরার সওম সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী যে, তাতে পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহসমূহের কাফফারা হয়ে যাবে।"[৪৫]

তার সাথে আগের কিংবা পরের একদিন রোজা রাখা সুন্নাহ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

[৪৩] সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৪৮, ফুআ. ১১৬৪।

[৪৪] সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৩৬, ফুআ. ১১৬২।

[৪৫] সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৩৬, ফুআ. ১১৬২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি তবে মুহাররমের নবম তারিখেও সিয়াম পালন করব।"[৪৬]

নাবী ﷺ বলেছেন: صوموا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ ، خالفوا اليهود

"তোমরা আগের কিংবা পরের একদিন তার সাথে রোজা রাখো, ইহুদিদের বিপরীত করো।"[৪৭]

৪. প্রত্যেক সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা: আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত।

كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

"নাবী ﷺ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন।"[৪৮]

নাবী ﷺ বলেছেন: تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

"প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ তা'আলার নিকট) আমলসমূহ উপস্থাপন করা হয়। সুতরাং আমি ভালোবাসি যে, আমার আমলসমূহ রোজা অবস্থায় উপস্থাপন করা হোক।"[৪৯]

৫. প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা রাখা: নাবী ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা কে বলেছেন: وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ

[৪৬] সহীহ মুসলিম, হা. ২৫৫৭, ফুআ. ১১৩৪।

[৪৭] আহমাদ ১/২৪১; ইবনু খুযায়মাহ, হা. ২০৯৫; এর সানাদে দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে মাওক্বুফ সূত্রে সহীহ।

[৪৮] আহমাদ ৫/২০১; তিরমিযী, হা. ৭৪৫ এবং ইমাম তিরমিযী বলেন, হাসান সহীহ; আলবানী সহীহ বলেছেন, তা'লীক ইবনু খুযায়মাহ, হা. ২১১৬।

[৪৯] তিরমিযী, হা. ৭৪৭; নাসাঈ ১/৩২২; সুনান আবু দাউদ, হা. ২৪৩৬; ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন। আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহুত তিরমিযী, হা. ৫৯৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"তুমি মাসে তিন দিন করে সওম পালন করো। কারণ নেক কাজের পুরস্কার তার দশগুণ; এভাবেই সারা বছরের সওম পালন হয়ে যাবে।"[৫০]

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,

(أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)

"আমার বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি অসীয়ত করেছেন: প্রতি মাসে তিন দিন করে সওম পালন করা এবং দুই রাকআত সলাতুয-যুহা এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সলাত আদায় করা।"[৫১]

মুস্তাহাব হলো প্রত্যেক মাসের আইয়্যামুল বিযে রোজা রাখা। প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখকে আইয়্যামুল বীয বলা হয়। আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

(مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِمًا مِنَ الشَّهْرِ، فَلْيَصُمِ الثَّلَاثَ الْبِيضَ)

"তোমাদের মধ্যে যে প্রতি মাসে সিয়াম রাখতে চায়, সে যেন বীযের তিনদিন সিয়াম রাখে।"[৫২]

৬. একদিন রোজা রাখা এবং একদিন না রাখা: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

(أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا)

"সর্বোত্তম সিয়াম হচ্ছে দাউদ আলাইহিস সালাম এর সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম রাখতেন এবং একদিন ছেড়ে দিতেন।"[৫৩] আর এটা নফল সিয়ামের মধ্যে সর্বোত্তম।

---

[৫০] সহীহুল বুখারী, হা. ১৯৭৬।

[৫১] সহীহুল বুখারী, হা. ১৯৮১।

[৫২] আহমাদ ৫/১৫২; নাসাঈ ৪/২২২; ইমাম আহমাদের শব্দে। আলবানী হাসান বলেছেন, সহীহ সুনানুন নাসাঈ, হা. ২২৭৭-২২৮১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

৭. আল্লাহর মাস মুহাররম মাসে রোজা রাখা: আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিন বলেন: আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

(أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ)

"রমাযানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সওম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের সওম এবং ফরয সলাতের পর সর্বোত্তম সলাত হচ্ছে রাতের সলাত (তাহাজ্জুদ)।"[৫৪]

৮. যিলহাজ্জ মাসের নয় দিন রোজা রাখা: যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দিনে শুরু করবে এবং নবম দিনে শেষ করবে। আর তা হচ্ছে আরাফার দিন। কারণ এ দিনগুলোর মর্যাদা সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فيهن أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ العشر

"প্রথম দশ দিনের (যিলহাজ্জ মাসের) আমলের চেয়ে অন্য দিনের কোনো আমলই উত্তম নয়।"[৫৫]

আর সিয়াম অবশ্যই আমলে সালেহের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় মাসআলা: যে রোজা রাখা হারাম এবং যে রোজা রাখা মাকরূহ

১. শুধু রজব মাসে রোজা রাখা মাকরূহ: জাহেলী যুগে তা করা হতো। তারা মাসটিকে অনেক সম্মান করতো। যদি অন্যান্য মাসের সাথে মিলিয়ে রোজা রাখা হয়, তাহলে মাকরূহ নয়। কেননা তখন এ মাসের সাথেই নির্দিষ্ট হবে না। আহমাদ ইবনু খারশা ইবনে আল-

[৫৩] সহীহুল বুখারী, হা. ১৯৭৬।

[৫৪] সহীহ মুসলিম, হা. ফুআ. ১১৬৩।

[৫৫] সহীহুল বুখারী, হা. ৯৬৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

হার বলেন: আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে রজব মাসে রোজা পালনকারীদেরকে প্রহার করতে দেখেছি, যতক্ষণ না তারা তাদের হাত খাবারে রাখতো। আর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন:

كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية

"তোমরা রজব মাসে দিনের বেলা খাও। কারণ এ মাসটিকে জাহেলী যুগের মানুষ সম্মান করত।"[৫৬]

২. শুধুমাত্র জুমুআর দিনে রোজা রাখা মাকরূহ: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

(لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ يَوْما بَعْدَهُ)

"তোমরা শুধু জুমুআর দিন কেউ সওম পালন করবে না। তবে যদি কেউ জুমুআর দিনের আগে বা পরে একদিন পালন করে তাহলে সে জুমুআর দিন সওম পালন করতে পারে।"[৫৭]

যদি অন্য দিনের সাথে শুক্রবার রোজা রাখে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। যেমন পূর্বোক্ত হাদীসে এসেছে।

৩. শুধুমাত্র শনিবারের দিন রোজা রাখা মাকরূহ: নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ

"তোমাদের উপর ফরয করা সওম ব্যতীত তোমরা শুধু শনিবারে সওম রেখো না।"[৫৮]

---

[৫৬] ইরওয়াউল গালীল ৪/১১৩।

[৫৭] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১৯৮৫; সহীহ মুসলিম, হা. ২৫৭৩, ফুআ. ১১৪৪।

[৫৮] সুনান আবু দাউদ, হা. ২৪২১; তিরমিযী, হা. ৭৪৪; ইবনু মাজাহ, হা. ১৭২৬; হাকিম ১/৪৩৫; ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন এবং ইমাম হাকিম ইমাম বুখারির শর্তে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী মাওকুফ বলেছেন; আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহুত তিরমিযী, হা. ৫৯৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উদ্দেশ্য হলো: একক করা নিষেধ এবং শুধু এ দিনটিতে রোজার জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়া নিষেধ। কিন্তু অন্য দিনের সাথে মিলিয়ে রোজা রাখা হলে, কোনো সমস্যা নেই। কেননা নাবী ﷺ উম্মুল মু'মিনীন জুওয়াইরিয়া رضي الله عنها কে বলেছিলেন: যখন তিনি ﷺ তার নিকটে কোনো এক জুমুআর দিনে প্রবেশ করেছিলেন এমতাবস্থায় জুওয়াইরিয়া رضي الله عنها রোজাদার ছিলেন: أصمتِ أمس؟ তুমি কি গতকাল রোজা রেখেছিলে? তিনি বললেন: না। তিনি ﷺ বললেন: **تريدين أن تصومي غداً؟** তুমি কি আগামীকাল রোজা রাখতে চাও? তিনি বললেন: না। তিনি ﷺ তাকে বললেন: তাহলে তুমি রোজা ছেড়ে দাও।[৫৯] নাবী ﷺ এর কথা تريدين أن تصومي غداً এটাই প্রমাণ করে যে, অন্য দিনের সাথে শনিবারকে মিলালে রোজা রাখা জায়েয। ইমাম তিরমিযী رحمه الله নিষিদ্ধের হাদীস তাখরীজের পর বলেন: "হাদীসে কারাহিয়্যাতের (অপছন্দনীয়তা) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: একজন ব্যক্তি যেন শনিবারকে রোজার সাথে নির্দিষ্ট না করে; কেননা ইহুদিরা শনিবারকে সম্মান করে।"

৪. ইয়াওমুশ শাক তথা সন্দেহের দিনে রোজা রাখা হারাম: তা হলো, শাবান মাসের ত্রিশতম দিন। সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে নূতন চাঁদ দেখা যায় না। আর যদি আকাশ মেঘমুক্ত হয়, তাহলে সে দিনটি ইয়াওমুশ শাক হিসেবে গণ্য হবে না। সন্দেহের দিনে রোজা রাখা হারামের দলীল: আম্মার رضي الله عنه বলেন: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

[৫৯] সহীহুল বুখারী, হা. ১৯৮৬।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

"যে ব্যক্তি সন্দেহের দিনে সওম রাখল, সে অবশ্যই আবুল কাসেম ﷺ এর অবাধ্য হলো।"[৬০]

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ

"তোমরা কেউ রমাযানের একদিন বা দুই দিন আগে সওম শুরু করবে না। তবে কেউ যদি এ সময় সিয়াম পালনে অভ্যস্ত থাকে তাহলে সে যেন সেদিন সওম পালন করে।"[৬১]

এর অর্থ হলো: সাবধানতার জন্য কেউ যেন রমাযানের একদিন আগে রোজা না রাখে। কেননা রোজা নূতন চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত। তাই এ কৃত্রিমতার কোনো প্রয়োজন নেই। আর যে ব্যক্তি আগে থেকেই রোজা রাখে, তার জন্য কোনো সমস্যা নেই। কেননা সে ব্যক্তি রমাযানের উদ্দেশ্যে উক্ত রোজা রাখছে না। তেমনিভাবে কাযা ও মানতের রোজাও ওয়াজিব হওয়ার কারণে রাখা যাবে।

৫. দুই ঈদের দিন রোজা রাখা হারাম: আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ.

"নাবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন এবং কুরবানীর ঈদের দিন সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন।"[৬২]

---

[৬০] ইমাম বুখারী তার সহীহাতে তালীক করেছেন, ফাতহুল বারী ৪/১৪৩;...ইমাম তিরমিযী, হা. ৬৮৯ এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসটি হাসান সহীহ বলেছেন। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহুত তিরমিযী, হা. ৫৫৩।

[৬১] সহীহুল বুখারী, হা. ১৯১৪।

[৬২] সহীহুল বুখারী, হা. ১৯৯১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

(هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ)

"আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুই দিনে সওম পালন করতে নিষেধ করেছেন। ঈদুল ফিতরের দিন যে দিন তোমরা তোমাদের সওম ছেড়ে দাও। আরেক দিন, যেদিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খাও।"[৬৩]

৬. আইয়ামুত তাশরীক (যিলহাজ্জ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখ) রোজা রাখা মাকরূহ: নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ عز وجل

"এই দিনগুলো খাওয়া-দাওয়া করার এবং আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।"[৬৪]

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

(يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)

"আমাদের মুসলিম জনগণের ঈদের দিন হচ্ছে আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও তাশরীকের দিন। এ দিনগুলো হচ্ছে খাওয়া-দাওয়া করার দিন।"[৬৫]

---

[৬৩] সহীহুল বুখারী, হা. ১৯৯০।

[৬৪] সহীহ মুসলিম, হা. ২৫৬৭,২৫৬৮, ফুআ. ১১৪১।

[৬৫] তিরমিযী, হা. ৭৭৩; এবং তিনি হাসান বলেছেন; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহুত তিরমিযী, হা. ৬২০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

তবে তামাত্তু ও কিরান হাজ্জ পালনকারীদের জন্য এ দিনগুলোতে রোজা রাখার ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান করা হয়েছে। তারা যদি হাদী না পায়। আয়িশাহ ও ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুম বলেন:

(لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ)

"যার নিকট কুরবানীর পশু নেই তিনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য আইয়্যামে তাশরীকে সওম পালন করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।"[৬৬]

[৬৬] সহীহুল বুখারী, হা. ১৯৯৭, ১৯৯৮।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : ই'তিকাফ

এই অনুচ্ছেদে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে:

প্রথম মাসআলা: ই'তিকাফের পরিচয় ও তার হুকুম

১. ই'তিকাফের পরিচয়:

শাব্দিক অর্থ: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه.

"কোনো জিনিসে লেগে থাকা, নাফসকে কোনো জিনিসের উপরে আটকে রাখা।"

পরিভাষায়: لزوم المسلم المميز مسجداً لطاعة الله عز وجل.

"ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী মুসলিমের আল্লাহর আনুগত্যের জন্য মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়।"

২. হুকুম: ই'তিকাফ সুন্নাত এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

"তোমরা আমার ঘরকে তওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকু-সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।" [সূরা বাক্বারাহ : ১২৫]

এই আয়াতটি ই'তিকাফ শরীয়ত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে দলীল। এমনকি তা পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও শরীয়ত সম্মত ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ করার সময় (স্ত্রীদের সাথে) মিলিত হবে না।" [সূরা বাক্বারাহ : ১৮৭]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ

"নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমৃত্যু রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন।"[৬৭]

সকল আলেম এটা শরীয়ত সম্মত হওয়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং তা সুন্নাত। এটা কোনো ব্যক্তির উপর আবশ্যক নয়। তাবে যদি সে নিজের উপরে আবশ্যক করে নেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। যেমন- কেউ ই'তিকাফ করার মানত করল।

সুতরাং ই'তিকাফ সুন্নাত ও শরীয়ত সম্মত; যা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো।

দ্বিতীয় মাসআলা: ই'তিকাফের শর্তসমূহ

ই'তিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। যেগুলো ছাড়া তা বিশুদ্ধ বলে সাব্যস্ত হবে না। সেগুলো হলো-

১. ই'তিকাফকারীকে মুসলিম, ভালো-মন্দ পার্থক্যকারী ও বোধশক্তি সমপন্ন হতে হবে: কাফের, পাগল এবং ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না এমন বালকের ই'তিকাফ বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে না। বালেগ হওয়া বা পুরুষ হওয়া ই'তিকাফের জন্য শর্ত নয়। সুতরাং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি , যদি ভালো-মন্দ পার্থক্যকারীর করতে পারে, তবে ই'তিকাফ বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। অনুরূপ মেয়েদের ক্ষেত্রেও।

[৬৭] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ২০২০; সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৭২, ফুআ. ১১৭২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

২. ই'তিকাফের নিয়ত করা: নাবী ﷺ বলেছেন: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)

"প্রত্যেক কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী।"[৬৮]

ই'তিকাফকারী আল্লাহর ইবাদত ও নৈকট্য লাভের আশায় একান্তে অবস্থানের নিয়ত করবে।

৩. মাসজিদের মধ্যে ই'তিকাফ হতে হবে: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ *"তোমরা মসজিদে ই'তিকাফ করো।"* [সূরা বাক্বারাহ : ১৮৭]

তাছাড়া আল্লাহর রসূল ﷺ মসজিদের মধ্যেই ই'তিকাফ করেছেন। তিনি মসজিদ ছাড়া অন্যথায় ই'তিকাফ করেছেন এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

৪. ই'তিকাফের মসজিদটি এমন হতে হবে যেখানে জামাআতের সাথে সলাত চালু রয়েছে: এর কারণ হলো, ই'তিকাফের সময়েও ফরয সলাত রয়েছে এবং ই'তিকাফকারীর জন্য জামাআত আবশ্যক। আর যে মসজিদে জামাআতের সাথে সলাত আদায় করা হয় না, সে মসজিদে ই'তিকাফ করা হলে জামাআতকে বর্জন করা হবে, অথচ সেটা তার উপর ওয়াজিব। কিংবা ই'তিকাফকারীকে বারবার বের হতে হবে, যা ই'তিকাফের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। আর মহিলাদের যে-কোনো মসজিদে ই'তিকাফ বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। চাই তা জুমুআর মসজিদ হোক বা না হোক। এটা তখনই কার্যকর হবে যখন ফেতনার আশঙ্কা থাকবে না। ফেতনার আশঙ্কা থাকলে নিষিদ্ধ। তবে উত্তম হলো মসজিদটি জুমুআর মসজিদ হওয়া। কিন্তু তা ই'তিকাফের জন্য শর্ত নয়।

[৬৮] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১; সহীহ মুসলিম, হা. ৪৮২১, ফুআ. ১৯০৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

৫. বড়ো অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া: অপবিত্র শরীরবিশিষ্ট, ঋতুবতী নারী বা নিফাস অবস্থায় আছে এমন স্ত্রীলোকের ই'তিকাফ বিশুদ্ধ হবে না। কারণ মসজিদে তাদের অবস্থান করা জায়েয নেই।

রোজা ই'তিকাফের জন্য শর্ত নয়। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: আল্লাহর রসূল! আমি জাহেলী যুগে মসজিদুল হারামে একরাত্রি ই'তিকাফ করার মানত করেছিলাম। অতঃপর আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ) "তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো।"[৬৯]

যদি ই'তিকাফে রোজা শর্ত হতো, তাহলে রাতে ই'তিকাফ বিশুদ্ধ হতো না। কেননা রাত্রে কোনো রোজা নেই। যেহেতু উভয়টি পৃথক পৃথক ইবাদত। তাই একটির জন্য আরেকটি শর্ত নয়।

তৃতীয় মাসআলা: ই'তিকাফের সময়, তার মুস্তাহাব ও ই'তিকাফকারীর জন্য যা বৈধ

১. ই'তিকাফের সময়: ই'তিকাফের রুকন হচ্ছে মসজিদে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করা। মসজিদে অবস্থান না করলে ই'তিকাফ সংঘটিত হবে না। বিদ্বানগণের নিকটে ই'তিকাফের সর্বনিম্ন পরিমাণ সময়ের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতানুযায়ী ইতকিাফের সর্বনিম্ন কোনো সময় নেই। তাই একটা সময়ে ই'তিকাফ করলেই বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হবে, যদিও সময়টা স্বল্প পরিমাণ হয়। তবে উত্তম হলো ই'তিকাফ যেন একদিন বা এক রাতের কম পরিমাণ না হয়। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কোনো সাহাবী থেকেই এর কম সময় পরিমাণের ব্যাপারে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।

[৬৯] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ২০৩২; সহীহ মুসলিম, হা. ৪৮২১, ফুআ. ১৬৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা এর হাদীসের ভিত্তিতে ই'তিকাফের সর্বোত্তম সময় রমাযানের শেষ দশক।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ

"নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমৃত্যু রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন।"[৭০]

সুতরাং যে ব্যক্তি অন্য সময়ে ই'তিকাফ করবে, তা বৈধ হবে। তবে সর্বোত্তম এর বিপরীত হবে।

যে ব্যক্তি রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতে চায়, সে যে মসজিদে ই'তিকাফ করার নিয়ত করেছে, সেই সমজিদে যেন একুশতম দিনে ফজরের সলাত আদায় করে। অতঃপর ই'তিকাফে প্রবেশ করবে। আর ই'তিকাফ শেষ করবে রমাযানের শেষ দিনে সূর্যাস্ত যাওয়ার পর।

২. ই'তিকাফের মুস্তাহাব: ই'তিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যেখানে বান্দা তার সৃষ্টিকর্তার সাথে একান্তে মিলিত হয়ে অন্যান্য সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে।

সুতরাং ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নত হলো, সে ইবাদতের জন্য পূর্ণ মনোযোগী হবে, বেশি বেশি সলাত, যিকর, দুআ, কুরআন তিলাওয়াত, তাওবা ইসতিগফার ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অন্যান্য ভালো কাজগুলো করতে থাকবে।

৩. ই'তিকাফকারীর জন্য যা বৈধ: যে কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া ছাড়া উপায় নেই, সে কাজগুলোর জন্য তার মসজিদ থেকে বের হওয়া বৈধ। যেমন: তার খানা-পিনা উপস্থিত করার কেউ না থাকলে খাওয়া ও পান করার জন্য বের হওয়া, মল-মূত্র

[৭০] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ২০২০; সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৭২, ফুআ. ১১৭২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ত্যাগ করার জন্য বের হওয়া, অযু করার জন্য বের হওয়া এবং শারীরিক অপবিত্রতার গোসল করার জন্য বের হওয়া।

তার জন্য মানুষের সাথে কোনো উপকারী কথা বলা বা মানুষদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করা বৈধ। কিন্তু যে আলোচনায় কোনো উপকার নেই কিংবা কোনো প্রয়োজন নেই, তা অবশ্যই ই'তিকাফের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এছাড়াও পরিবারের কোনো সদস্য এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাত করা বৈধ এবং তাদের সাথে অল্প কিছুক্ষণ কথা বলা বৈধ এবং তাদেরকে বিদায় অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বের হওয়াও বৈধ। সাফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي

"আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই'তিকাফে ছিলেন। আমি রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসলাম এবং কিছু কথা বললাম। অতঃপর আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালে তিনিও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- আমাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমার সাথে দাঁড়ালেন।"[৭১]

আর হাদীসে বর্ণিত لِيَقْلِبَنِي শব্দের অর্থ: যাতে তিনি আমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেন।

ই'তিকাফকারী মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে মসজিদেই খাওয়া-দাওয়া করবে এবং ঘুমাবে।

চতুর্থ মাসআলা: ই'তিকাফ বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

১. কোনো প্রয়োজন ছাড়াই ইচ্ছাকৃত মসজিদ থেকে বের হওয়া, যদিও অল্প সময়ের জন্য হয়। আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

[৭১] মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ৩২৮১; সহীহ মুসলিম, হা. ২৬৭২, ফুআ. ২১৭৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

(وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا)

"তিনি ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় (প্রাকৃতিক) প্রয়োজন ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করতেন না।"[৭২]

কেননা বের হওয়ার মাধ্যমে মসজিদে অবস্থান করার উদ্দেশ্যটা হারিয়ে যায়। অথচ মসজিদে অবস্থান করাটা ই'তিকাফের রুকন।

২. সহবাস করা; যদিও তা রাতে হয় বা মসজিদের বাইরেও হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾

"তোমরা মাসজিদে ই'তিকাফ করার সময় (স্ত্রীদের সাথে) মিলিত হবে না।" [সূরা বাক্বারাহ : ১৮৭]

সহবাস ছাড়াই যৌন উত্তেজনার সাথে তার বীর্য নির্গত হলেও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন- হস্তমৈথুন করা, যোনিপথ ব্যতীত ভিন্ন রাস্তায় সহবাস করা।

৩. জ্ঞান হারিয়ে যাওয়া; পাগলামি ও মাদকাসক্তের মাধ্যমে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা পাগল ও নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি ইবাদতের যোগ্য নয়।

৪. হায়েয ও নেফাস: কেননা ঋতুবতী ও নিফাস অবস্থায় আছে এমন স্ত্রীলোক মসজিদে অবস্থান করতে পারবে না।

৫. ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা: কারণ এটা ইবাদতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾

"তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করো, অবশ্যই তোমার কাজ নিষ্ফল হবে।" [সূরা যুমার : ৬৫]

[৭২] সহীহুল বুখারী, হা. ২০২৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

নোট

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com